তারিখ ... 12 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

যুগান্তর

ছাত্রলীগ-যুবলীগের টেন্ডারবাজি

দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

টেন্ডারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে আবারও ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। প্রায় পৌনে এক কোটি টাকার টেন্ডার কব্জা করতে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়সংলগ্ন বিদ্যুৎ ভবনে মঙ্গলবার ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুটি গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও মুহুর্মুহু গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের উপস্থিতিতে আধা ঘণ্টা ধরে চলা এ সংঘর্ষে টেন্ডারবাজদের গুলি ও বোমায় ৮ জন আহত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি সরকারি গাড়ি। বিষয়টি উদ্বেগজনক। টেন্ডারবাজদের অপতৎপরতা ও সহিংস আচরণের খবর মাঝে মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। নানারকম অবৈধ পন্থা অবলম্বন ছাড়াও সশস্ত্র টেন্ডারবাজরা কার্যাদেশ হাতিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে অনেক সময় খুনখারাবির ঘটনা পর্যন্ত ঘটায়। মূলত টেন্ডার প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণেই এসব ঘটছে। বিদ্যমান টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যেই টেন্ডারবাজির সুযোগ রয়ে গেছে। আর এ থেকেই ঘটছে যত বিপত্তি।

টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করতে ই-টেন্ডার পদ্ধতির কথা দীর্ঘদিন থেকে শোনা গেলেও দেখা যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত তা নিছক গালগল্পের পর্যায়েই রয়েছে। অনলাইন বা ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ঘরে বসেই দরপত্র সংক্রান্ত সব কাজ করা সম্ভব। পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্রের প্রস্তাব, মূল্যায়ন, চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও ই-পেমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট অনেক কাজই স্বল্প সময়ে, সহজে ও সমন্বিতভাবে করা সম্ভব। দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি কাজের সঠিক মান বজায় রাখতে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতির দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তবে এ কথাও সত্য, শুধু পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হলেই চলবে না, আমাদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দুর্নীতি, নৈরাজ্য ও লুটপাট থেকে দূরে থাকার মানসিকতা যদি নাগরিকদের মধ্যে তৈরি করা না যায়, তাহলে কোনো পদ্ধতিই ফলদায়ক হবে না। এজন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনগুলোর চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও টেন্ডারবাজির দায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল এড়াতে পারে না। এ পরিস্থিতির জন্য রাজনীতির বর্তমান ধারাও দায়ী। লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির কারণে কোনো দল ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থিত বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের দৌরাত্ম্য মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য, এ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্ত্র ও পেশিশক্তি দ্বারা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, টেন্ডার প্রতিযোগিতায় আওয়ামী লীগের উল্লিখিত অঙ্গসংগঠন দুটি নিজেরাই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ দীর্ঘ ছয় দশকের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছাত্রলীগ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতির যে কোনো সংকটে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। আর এখন সেই ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। যুবলীগের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের পাশাপাশি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও টেন্ডারবাজির অভিযোগ রয়েছে। এসব রোধে ব্যর্থতার দায় সরকারের ওপরই বর্তায়। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের টেন্ডারবাজির কারণে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকেই।